



মানব জীবনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অবদান: একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা

Arpita Saha

Former Student, Dept. of Philosophy, University of Kalyani, Nadia, West Bengal, India

DOI: <https://doi.org/10.70798/tgjct/010400060>

Abstract

অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল মানবজীবনের দুঃখমুক্তি। বৌদ্ধদর্শনও এর ব্যতিক্রম নয়। গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছিল সেই দুঃখমুক্তিরই এক অন্যতম পন্থা। এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো মানবজীবনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রায়োগমূলক দিক আলোচনা করা। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি এই আটটি মার্গ মানবজীবের দুঃখ মোচন ও আত্মশুদ্ধির পথনির্দেশক। যা মানুষকে নীতিবান, সংযমী, শান্তিময় ও দুঃখ মুক্তময় করে তোলে। বর্তমানে যুবসমাজের নানাপ্রকার মানসিক চাপ, হতাশা ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে এক শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা প্রদান করে এই মার্গ। এই মার্গ কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুশাসনই নয়, বরং এটি ব্যক্তি মানুষের মানসিক সুস্থতার ঔষধ স্বরূপ। যা প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের অধিকারী করে তোলে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সেই ব্যবহারিক দিকগুলির ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে, যা মানব জাতিকে দুঃখমুক্তির উপায় স্বরূপ এক নতুন আলোর দিশা প্রদান করে।

Keywords: দুঃখ, অবিদ্যা, নির্বাণ, ব্রহ্মবিহার, স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্হৎ

ভূমিকা

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সমাজের মনুষ্যজাতির অন্যতম মৌলিক সমস্যা হলো দুঃখ। বাচস্পতি মিশ্র বলেন – “এই জগতে যদি দুঃখ নামক কোনো পদার্থ না থাকে তাহলে শাস্ত্রীয় বিষয়ে জিজ্ঞাস্যত্ব সিদ্ধ হতে পারে না।¹ দুঃখ বহুরূপী। দুঃখ তার বিচিত্র রূপ নিয়ে মানুষের জীবনের এক একটা অধ্যায়ে এক এক রূপে আবির্ভূত হয়। যেমন – ব্রহ্মচর্য আশ্রমে (অর্থাৎ ছাত্র জীবনে) কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা জনিত দুঃখ, গার্হস্থ্য আশ্রমে (অর্থাৎ সংসার জীবনে) আসক্তি, কামনা - বাসনা জনিত দুঃখ, বানপ্রস্থ আশ্রমে (অর্থাৎ সংসার জীবন থেকে ধীরে ধীরে বিরতিতে) একাকীত্ব ও বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ, পরিশেষে সন্ন্যাস আশ্রমে (ত্যাগ ও মুক্তির পথে) আত্মসংগ্রাম ও ত্যাগ জনিত দুঃখ। দুঃখ সার্বজনীন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার শ্রেণীর মানুষকেই জীবন নামক সংগ্রামের পথে দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। দুঃখ উৎপত্তিশীল, উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রই কারণ প্রসূত। বিনা কারণে এ জগতে কোনো কিছু ঘটে না। জগতের প্রতিটি ঘটনা ঘটনার পেছনে যেমন একটা সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে, ঠিক তেমনই দুঃখ নামক ঘটনা ঘটনার পেছনে ও থাকে অসংখ্য কারণ। এই কারণ গুলোর মধ্যে অবিদ্যা হলো মুখ্য কারণ। এই গবেষণা প্রবন্ধে মানবজাতি কীভাবে অবিদ্যা নামক অজ্ঞানতার আস্তরণ দূরীভূত করে বস্তুসমূহের স্বরূপের সাথে পরিচিত হয়ে দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তিলাভে সক্ষম হয়, সেই উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই গবেষণা মূলক প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য গুলো হলো, যথা -

1. মানব জীবের দুঃখ থেকে নিবৃত্তির উপায়গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়া।
2. মানব জীবের নৈতিক বিকাশে এই মার্গের ভূমিকা নির্ধারণ করা।

3. আধুনিক যুবসমাজে এই মার্গের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা।
4. যুব সমাজকে মধ্যমপন্থার (অর্থাৎ অত্যধিক ভোগবিলাস এবং চরম কৃচ্ছ সাধন) অধিকারী করে তোলা।
5. সমাজস্থ জীবের সম্মুখে জগতের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা।
6. মানবজীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করে নির্বাণের অধিকারী করা।

পদ্ধতি

অষ্টাঙ্গিক মার্গ বৌদ্ধ দর্শনের অন্তর্গত একটি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। এই ধরনের মানসিক বিষয়ের ব্যাখ্যা কখনও সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয়, এর ব্যাখ্যা সর্বদা বর্ণনামূলক ভাবে করা সম্ভব। এই উপলব্ধি থেকেই এই গবেষণা প্রবন্ধটি 'গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)'-র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই গবেষণা প্রবন্ধটি যে যে গুণগত পদ্ধতি (Qualitative method)-র দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলো হলো যথা –

1. ঐতিহাসিক গবেষণা (Historical Research) -

এই পদ্ধতির সাহায্যে বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অষ্টাঙ্গিক মার্গের মূল ধারণা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

2. বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা (Analytical Research)

এই পদ্ধতির সাহায্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতিটি স্তরকে পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

3. তুলনামূলক গবেষণা (Comparative Research)

এই পদ্ধতির সাহায্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশাবলী প্রাচীন যুগেও যেভাবে শান্তি ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে, বর্তমানেও ঠিক একইভাবে এই উপদেশাবলীর কার্যকরী ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

আমরা সমাজস্থ মনুষ্যজাতি সকলেই সর্বদা জীবন থেকে দুঃখকে পরিত্যাগ করে সুখের কামনা করতে চাই। কিন্তু আমাদের এই জীবন নামক নদীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঢেউয়ের আগমন ঘটে। যেমন – কখনো হতাশা, কখনো টেনশন, কখনো রাগ, কখনো অপরাধবোধ, কখনো অপূর্ণ ইচ্ছা, কখনো ব্যাধি, কখনো মৃত্যু – এগুলো পরিণামে দুঃখ নামক মহাব্যাধির সূচনা করে। এই প্রকার মহাব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার ঔষধ স্বরূপ গৌতম বুদ্ধ আটটি মার্গের প্রচার করেছেন মানব সমাজে। এই আটটি মার্গকে একত্রে বলা হয় “অষ্টাঙ্গিক মার্গ”।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রথম মার্গ:- আমাদের এই বিশ্ব সংসারে সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল, এই ক্ষণস্থায়ী বিষয়কে স্থায়ী ভেবে আঁকড়ে না ধরে, তার আসল রূপকে অনুভব করা হলো সম্যক দৃষ্টি।

দ্বিতীয় মার্গ:- জগতের আসল স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়ে মৈত্রী, করুণা, প্রেম ইত্যাদি নীতির দ্বারা জীবন পরিচালিত করার মনোভাব গঠন হলো সম্যক সংকল্প।

তৃতীয় মার্গ:- মিথ্যা বাক্য, কটুবাক্য, অনর্থক বাক্য, বিদ্বेष পরায়ণ বাক্য পরিহার করে সর্বদা সত্য ও মঙ্গলকর বাক্য প্রয়োগ হলো সম্যক বাক্য।

চতুর্থ মার্গ:- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, মাদকদ্রব্য বর্জন – এই পাঁচ প্রকার পঞ্চশীলের অধিকারী হয়ে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা হলো সম্যক কর্মান্ত।

পঞ্চম মার্গ:- অপরের ক্ষতি না করে সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জন করা হলো সম্যক আজীব।

ষষ্ঠ মার্গ:- মন থেকে কু-চিন্তা দূর করে সর্বদা সুচিন্তায় নিয়োজিত থাকা হলো সম্যক ব্যায়াম।

সপ্তম মার্গ :- জগৎ সংসারের সবকিছুর যথার্থ স্বরূপকে সর্বদা স্মরণে রাখা হলো সম্যক স্মৃতি।

অষ্টম মার্গ:- সমস্ত প্রকার কামনা-বাসনা, ক্রোধ, লোভ, লালসা, অস্থিরতা, সংশয় ইত্যাদি থেকে মনকে সরিয়ে এনে একাগ্র, স্থির অবস্থায় স্থাপন করা হলো সম্যক্ সমাধি।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি অঙ্গের বিভাগ

এই আটটি মার্গকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:- 1. **প্রজ্ঞা** (জ্ঞান), 2. **শীল** (আচরণ), 3. **সমাধি** (মানসিক একাগ্রতা)।

নিম্নে অষ্টাঙ্গিক মার্গের এই তিন প্রকার বিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো :-

- 1. প্রজ্ঞা (জ্ঞান):-** আভিধানিক অর্থে প্রজ্ঞা বলতে বোঝায় সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান, যে জ্ঞান এমন এক ধরনের মানসিক শক্তি যা বাস্তবের আসল স্বরূপ গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে শেখায়, ঠিক - ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখায়, মানসিক দৃঢ়তার বৃদ্ধি ঘটায়। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্গত সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্পের দ্বারা মুক্তিকামী ব্যক্তি প্রজ্ঞা জ্ঞানের অধিকারী হয়।
- 2. শীল (আচরণ):-** আভিধানিক অর্থে শীল বলতে বোঝায় আচরণের শুদ্ধিকরণ, যা ব্যক্তিকে মিথ্যা বাক্য, কটু বাক্য, অসার বাক্য, পরনিন্দা মূলক বাক্য পরিহার করতে শেখায়; অহিংসা, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ভাবে কর্ম করতে শেখায়; ন্যায্য সংহত ও ক্ষতিহীন ভাবে জীবিকা অর্জন করতে শেখায়। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্গত সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীবের দ্বারা মুক্তিকামী ব্যক্তি শীলের অধিকারী হয়।
- 3. সমাধি (মানসিক একাগ্রতা):-** আভিধানিক অর্থে সমাধি বলতে বোঝায়, মানসিক স্থিরতা যা ব্যক্তিকে অকুশল চিন্তা পরিহার করে কুশল চিন্তায় মনোনিবেশ করতে শেখায়, সদা সত্য বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে শেখায় এবং একনিষ্ঠ মনে কাম্য বস্তুর প্রতি মনোযোগী হতে শেখায়। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্গত সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধির দ্বারা মুক্তিকামী ব্যক্তি সমাধির অধিকারী হয়।

সম্যক্ দৃষ্টি [Right views]	যথার্থ জ্ঞান	প্রজ্ঞা [Right Knowledge]
সম্যক্ সংকল্প [Right resolve]	যথার্থ মানসিক দৃঢ়তা	প্রজ্ঞা [Right Knowledge]
সম্যক্ বাক্ [Right speech]	যথার্থ কথন	শীল [Right conduct]
সম্যক্ কর্মান্ত [Right conduct]	যথার্থ আচরণ	শীল [Right conduct]
সম্যক্ আজীব [Right livelihood]	যথার্থ উপায়ে জীবিকার্জন	শীল [Right conduct]
সম্যক্ ব্যায়াম [Right effort]	যথার্থ অনুশীলন	সমাধি [Right concentration]
সম্যক্ স্মৃতি [Right mindfulness]	যথার্থ স্মরণ	সমাধি [Right concentration]
সম্যক্ সমাধি [Right concentration]	যথার্থ ধ্যান	সমাধি [Right concentration]

এই ত্রিবিভাগের অন্তর্গত আটটি মার্গকে যথাযথ ভাবে অনুসরণকারী ব্যক্তি তার সর্ব প্রকার আসক্তি ও তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হয়ে সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন থেকে প্রজ্ঞালব্ধ হয়ে নির্বাণ কামী ব্যক্তি (দুঃখ থেকে মুক্তিকামী ব্যক্তি) অর্থাৎ অর্হৎ রূপে বিবেচিত হয়। বুদ্ধদেব বলেন, “ধর্মাচরণকারীরা দুটি চরমপথ থেকে বিরত থাকবেন। একটি হল— বাসনা ও ইন্দ্রিয় উপভোগে লিপ্ত হয়ে সুখের জীবন, যা ঘৃণ্য, নীচ, আধ্যাত্মিকতা বিরোধী, অনুপযুক্ত ও অযথার্থ; অন্যটি হল— কৃচ্ছতা বা আত্মনিগ্রহ, যা হতাশাজনক, অনুপযুক্ত ও অযথার্থ। যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি এই দুটি চরম পথ পরিত্যাগ করে মধ্যমপথ অবলম্বন করেন, যা চক্ষুকে আলোকিত করে, মনকে আলোকিত করে, যা স্থৈর্য ও জ্ঞানে, প্রজ্ঞা ও নির্বাণে উপনীত করে।”ⁱⁱ

বর্তমান যুবসমাজে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অবদান:

বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর যুগেও যুবসমাজ সর্বদা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বেকারত্বের সমস্যা। বেকারত্ব একটি অর্থনৈতিক সংকট, যা সমাজকে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এমত অবস্থায় গৌতম

বুদ্ধ প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশাবলি যুব সমাজকে বেকারত্ব নামক সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করে নতুন কর্মসংস্থানের সন্ধান পেতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

বেকারত্বের অবসান ঘটাতে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কার্যকারিতা

- প্রথমত সম্যক্ দৃষ্টির কার্যকারিতা:-** বেকারত্বের সময় মানুষের মনে হতাশার আগমন ঘটে যার ফল স্বরূপ মানুষ নিজের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে, এবং বেকারত্ব কে চরম সত্য ভেবে ভ্রমে পতিত হয়। এমন অবস্থায় সম্যক্ দৃষ্টির জ্ঞান মানুষকে সঠিক ভাবে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে শেখায়, নিজের ভুল গুলোকে ধরতে শেখায় এবং ক্ষণিকের বেকারত্বকে স্থায়ী না ভেবে সেই অস্থায়ী বেকারত্ব থেকে কিছু শিক্ষা নিয়ে নতুন করে জীবন গড়ে তোলার সুযোগ করে দেয়।
- দ্বিতীয়ত সম্যক্ সংকল্পের কার্যকারিতা:-** সম্যক্ সংকল্পের জ্ঞান যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বকে দূর করার জন্য নতুন কর্মস্থল খোঁজার দৃঢ় মানসিক ইচ্ছা তৈরি করে। যে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা তাঁরা নতুন নতুন কর্মকৌশলের অধিকারী হয়ে ওঠে।
- তৃতীয়ত সম্যক্ বাকের কার্যকারিতা:-** নতুন কর্মস্থল খোঁজার দৃঢ় মানসিক ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে প্রথমত প্রয়োজন ভালো কমিউনিকেশন স্কিলের অধিকারী হওয়া। ভালো কমিউনিকেশন স্কিল তৈরি করতে প্রয়োজন হয় সত্য, বিনয়ী এবং অর্থপূর্ণ বাক্য। এমন অবস্থায় সম্যক্ বাকের জ্ঞান যুবসমাজকে শেখায় কীভাবে নম্র এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে নিজের কর্মস্থল তৈরি করতে হয়।
- চতুর্থত সম্যক্ কর্মান্তের কার্যকারিতা:-** সম্যক্ কর্মান্তের জ্ঞান যুবসমাজকে শেখায় শুধুমাত্র কর্মস্থল খোঁজার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেই চলবে না, প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করার জন্য সঠিক পথে কর্ম করতে হবে এবং সমাজের ক্ষতি হবে এমন কোনো কর্ম করা যাবে না।
- পঞ্চমত সম্যক্ আজীবনের কার্যকারিতা:-** সম্যক্ আজীবনের জ্ঞান যুবসমাজকে শেখায় বেকারত্বকে দূর করতে গিয়ে কেউ যেন অনৈতিক উপায় অবলম্বন না করে এবং এমন পেশা বেছে নেবে যার দ্বারা সমাজের উন্নতি ঘটানো যাবে।
- ষষ্ঠত সম্যক্ ব্যায়ামের কার্যকারিতা:-** নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া বেকারত্ব দূর করা অসম্ভব, এমন অবস্থায় সম্যক্ ব্যায়ামের জ্ঞান যুবসমাজকে শেখায় ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে পুনরায় বার বার চেষ্টা করা।
- সপ্তমত সম্যক্ স্মৃতির কার্যকারিতা:-** সম্যক্ স্মৃতির জ্ঞান যুবসমাজকে শেখায় বেকারত্ব দূর করার যখনই সুযোগ আসবে তখনই সেই সুযোগকে সচেতনভাবে গ্রহণ করতে হবে।
- অষ্টমত সম্যক্ সমাধির কার্যকারিতা:-** যেকোনো কাজে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় গভীর একাগ্রতার, এমন অবস্থায় সম্যক্ সমাধির জ্ঞান যুবসমাজকে শেখায় মানসিক অস্থিরতাকে ধীরে ধীরে কমিয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে।

“মন ধর্মের পূর্বগামী, মনই শ্রেষ্ঠ, সকলই মনোময়। আজকের এই যে আমরা তার সবই এসেছে গতকালের ভাবনা থেকে, এবং আমাদের বর্তমানের ভাবনা আগামী দিনের জীবন গড়ে তোলে।ⁱⁱⁱ অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশাবলী যুবসমাজের ভাবনার মধ্যে আনে অমূল পরিবর্তন। যার দ্বারা তারা মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং একজন দক্ষ, নীতিবান, সফল মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় সমাজে। যার ফল স্বরূপ সমাজে বেকারত্ব দূরীভূত হয় এবং সমাজ উন্নতবান হয়।

সিদ্ধান্ত

গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো মানবমুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। এই পথ শুধু মাত্র বৌদ্ধভিক্ষুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং এটি সমস্ত সাংসারিক মানুষের জীবনদর্শন। মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এই মার্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মার্গ অনুসরণকারীগণ যেমন দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি (নির্বাণ) লাভ করে, তেমনই তাদের নৈতিক, মানসিক, আত্মিক দিকেরও উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। দুঃখমুক্তিকামী ব্যক্তি দুঃখ মুক্তির উপায় স্বরূপ আটটি সিঁড়িকে একে একে অতিক্রম করে মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুপ্রীতি, করুণা অর্থাৎ সহানুভূতি, মুদিতা অর্থাৎ প্রফুল্লতা এবং উপেক্ষা অর্থাৎ নিরপেক্ষতা - এই চার প্রকার ব্রহ্মবিহারের অধিকারী হয়ে গীতায় উল্লেখিত “স্থিত প্রজ্ঞের” মত জগৎ সংসারে অবস্থান করে। বর্তমানে অশান্ত সমাজে শান্তি ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠায় এবং সঠিক জীবন যাপনে এই মার্গের ভূমিকা অপরিসীম।

The Global Journal of Contextual Thought

(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)

Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apr'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পরিশেষে এটাই বলতে হয় বৌদ্ধদর্শনে উল্লিখিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ মনুষ্য জাতিকে সত্য জ্ঞানী করে দুঃখমুক্তময় এক নতুন জীবনের সন্ধান দিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

Sharma, Chandradhar. (1960). A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass publishers 41 U.A Bungalow Road, Jawaher Nagar Delhi – 110007.

Chatterjee, Satischandra. Datta, Dhirendramohan. (1939). An Introduction to Indian Philosophy, Motilal Banarsidass publishers 41 U.A Bungalow Road, Jawaher Nagar Delhi – 110007.

গুপ্ত, ডঃ দীক্ষিত. (2008), নীতিবিদ্যা, লেভাস্ত বুকস্ ২৭ সি, ক্রিক রো, কলকাতা – 700014।

বাগচী, দীপক কুমার. (2008), ভারতীয় নীতিবিদ্যা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩।

Sinha, Jadunath. (1951). A Manual of Ethics, New Central Book Agency(P) Ltd,8/1 Chintamani Das Lane, Kolkata -700009.

Harvey, Peter. (2001). Buddhism, the Tower Building, 11 York Road, London SE1 7NX 370 Lexington Avenue, New York, Ny10017- 6503.

ভট্টাচার্য, অমিত. (2007). বৌদ্ধ দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা – 700006।

Endnote

ⁱ (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বাচস্পতি মিশ্র, পৃ - ৮-৯)

ⁱⁱ (Outline of Indian Philosophy, M. Hiriyanna, pp 150-151)

ⁱⁱⁱ "(ধম্মপাদ, প্রণয় পলিকার্প রোজারিও, P - 43 - 44)

TGJCT
EST. 2025